সীমান্ত
মুভিজের
প্রথম
নিবেদন

বাঁশরী

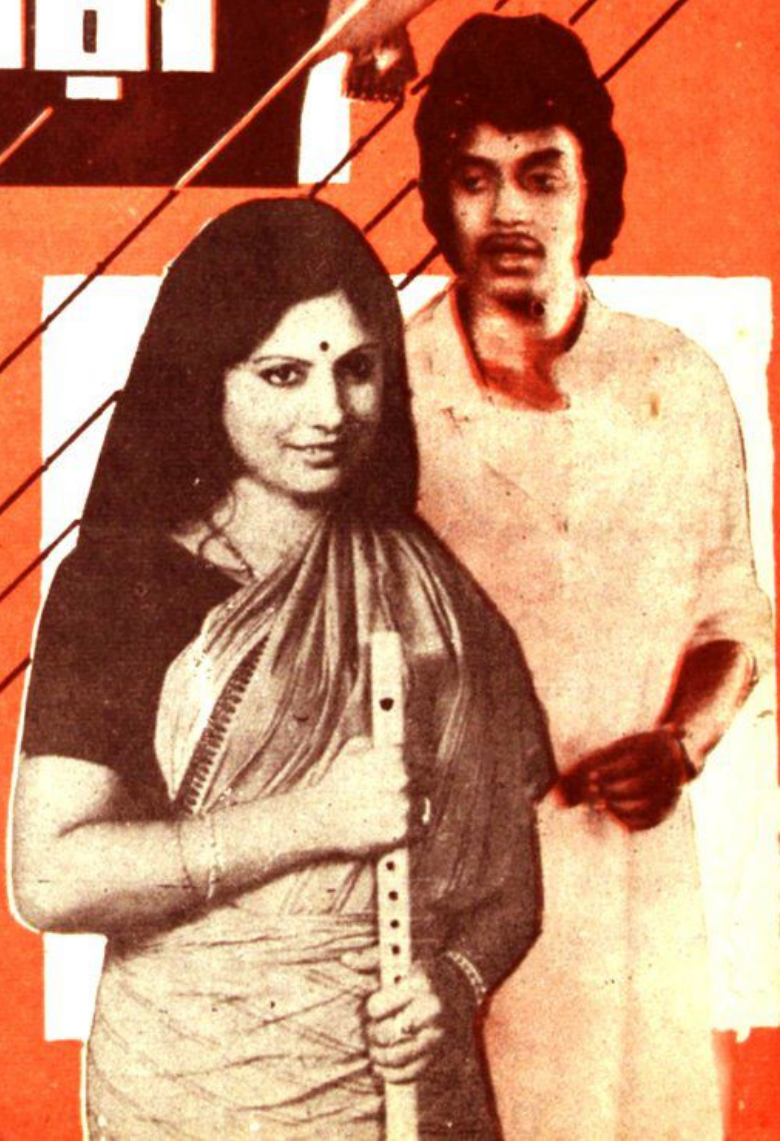

সীমান্ত মুভিজের নিবেদন

মিঠুন-সুমিত্রা

বাশরী

চিত্রনাট্য পরিচালনা—অসীম ব্যানার্জী

সঙ্গীত : হৃদয় কুশারী

কাহিনী : শ্রীপ্রহ্লাদ ॥ চলচ্চিত্রায়ণ : গিরীশ পাধিয়ার, কানাই দাশ ॥ সম্পাদনা : রাসবিহারী সিনহা ॥ গীত রচনা : সত্যেন গাঙ্গুলী ॥ নেপথ্য কণ্ঠে : মান্না দে, আরতি মুখার্জী, মধুছন্দা বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত ॥ শিল্প নির্দেশনা : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ॥ প্রধান কর্মসচিব : নির্মলেশ মজুমদার ॥ ব্যবস্থাপনা : ভূপেশ দাশ ॥ শব্দানুলেখন : জে, ডি, ইরাণী ॥ সঙ্গীত গ্রহণ-শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা : পাঁচু দাশ ॥ সাজসজ্জা : বিমল পাত্র ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রচার পরিকল্পনা : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য ॥ প্রচার : তপন রায় ॥ নামাঙ্কণ : অরবিন্দ আইচ ॥ পরিচয় লিখন : অনিল দে ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ, পরিতোষ সেন, এস, কে, ঘোষ, এল, এন, চাকী, রথীন ব্যানার্জী, শ্যামল বসু, অচিন্ত্য ব্যানার্জী, মহ: ফজলুল হক, কমল দাশগুপ্ত, জগৎ মোহন দাশ, সত্যব্রত মুখার্জী, কে, সি, মল্লিক, অনিমা ডেকরেটর্স ও শিকড়া কুলীন গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ।

সহকারী

প্রধান সহকারী পরিচালনা : সত্যেন গাঙ্গুলী ॥ পরিচালনা : কালিদাস মহলানবীশ, সুমেরু রায় ॥ চিত্রগ্রহণ : অনিল ঘোষ, কেষ্ট দাশ ॥ সম্পাদনা : অনিল দাশ ॥ শিল্পনির্দেশনা : অনিল দে ॥ ব্যবস্থাপনা : জীতেশ বসু, রতি দাশ, খোকন দাশ ॥ রূপসজ্জা : সুশান্ত দাশ ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : বলরাম বারুই ॥ শব্দানুলেখন : সিদ্ধি নাগ ॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরি ও ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

পরিবেশনা

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

কুসুমের সঙ্গে আনন্দের বিয়ে হয়েছিল দৈব-দুর্ঘটনাক্রমে। কুসুম তার বিধবা মায়ের সঙ্গে চাঁপদানি গ্রামে এসেছিল তার মাসতুতো বোন কিরণের বিয়েতে। আর আনন্দ তার আসাম জঙ্গলের কাজ থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল ঐ চাঁপদানিতেই তার পাতানো বোন কিরণের বিয়েতে। প্রজাপতির নিবন্ধ! একই লগ্নে কুসুম-আনন্দও বাঁধা পড়ল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ইন্দু—কুসুমের মা।

ফুলশয্যার পরদিনই আনন্দকে ফিরে যেতে হল আসামে। তবে কথা দিয়ে গেল জামাই ষষ্ঠীতে এসে ইন্দু আর কুসুমকেও পাকাপাকি ভাবে নিয়ে যাবে আসামে। মা-মেয়ে ফিরে আসে নিজেদের গ্রামে।

গ্রামের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কানাকানি। হরি ভঞ্জ, ত্রিলোচন প্রভৃতি মাতব্বরের দল তীব্র কুৎসা রটাতে থাকে মা-মেয়ের নামে। শেষ পর্যন্ত একঘরে করতেও তাদের বাধেনা। প্রতিবাদ জানায় গ্রামের বর্ষীয়সী সদু ঠাকরুণ, গোঁসাই ঠাকুর। কিন্তু মাতব্বরেরা দলে ভারী। তাই তাদের কথামতই কাজ হয়। চোখের জলে বুক ভাসায় ইন্দু আর কুসুম।

হঠাৎ কুসুমের নামে এল আসাম থেকে আনন্দের চিঠি। কিন্তু নিরক্ষর কুসুম মর্মোদ্ধার করতে পারেনা চিঠির ভাষার। বন্ধু উমার কাছে চিঠি পড়াতে গেলে অপমানিতা হয়। গোপন চিঠি গোপনেই রাখে।

গ্রামের লম্পট বিপিন কুসুমের ওপর সুযোগ নিতে ছাড়ে না। নিজের আয়ত্বে আনার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু বিফল হয়। কুসুম নিজেকে বাঁচায় আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—কবে জামাই ষষ্ঠী আসবে···আনন্দ এসে সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। দুর্বলের প্রতি, অসহায়ের প্রতি, নিরক্ষরের প্রতি আনন্দের এ কী ধরণের প্রহসন! আনন্দ কি তাদের তবে মিথ্যে আশ্বাসই দিয়েছিল জামাই ষষ্ঠীতে আসবে বলে!

* * *

[১]

কথা—সত্যেন গাঙ্গুলী
শিল্পী—মান্না দে

ব্যাকুল বাঁশরি বাজে অনুক্ষণ,
শ্রীমতী যে কাঁপে লাজে।
পথে যেতে যেতে ইতি-উতি চায়,
আঁচল চরণে বাজে।
মধুমালতীর মালা তারি হাতে,
রাঙা অনুরাগ লয়ে আঁখিপাতে,
না-বলা কথাটি রেখেছে গোপনে
আপনার মনোমাঝে।
যমুনার তীর আবেশে মদির
বন যূথিকার গন্ধে,
রাখালিয়া বাঁশি বেজে চলে শুধু
কানাড়ার মৃদু ছন্দে।
অভিসারিকার লাজে রাঙা হিয়া,
উছসিয়া ওঠে রহিয়া রহিয়া,
মন নিয়ে এই লুকোচুরি খেলা
এ কি বঁধুয়ার সাজে!

[২]

কথা—সত্যেন গাঙ্গুলী
শিল্পী—মধুছন্দা বসু ও সুব্রত সেনগুপ্ত

বাঁশুরিয়া গো!
কেন বাজাও তোমার বাঁশি!
তোমায় ঘর ছাড়াব বলেই আমি
বারে বারে আসি।
আমি তোমার প্রেমে ডুব দিয়েছি,
নিন্দা-বাধা সব ভুলেছি,
তাই লজ্জা-শরম গেল কি সব
ভাবের স্রোতে ভাসি।
কূলের কথা ভুলে আমায়
বাসলে কেন ভালো,
আহা তার বদলে মাখলে যে গো
কলঙ্কেরি কালো।

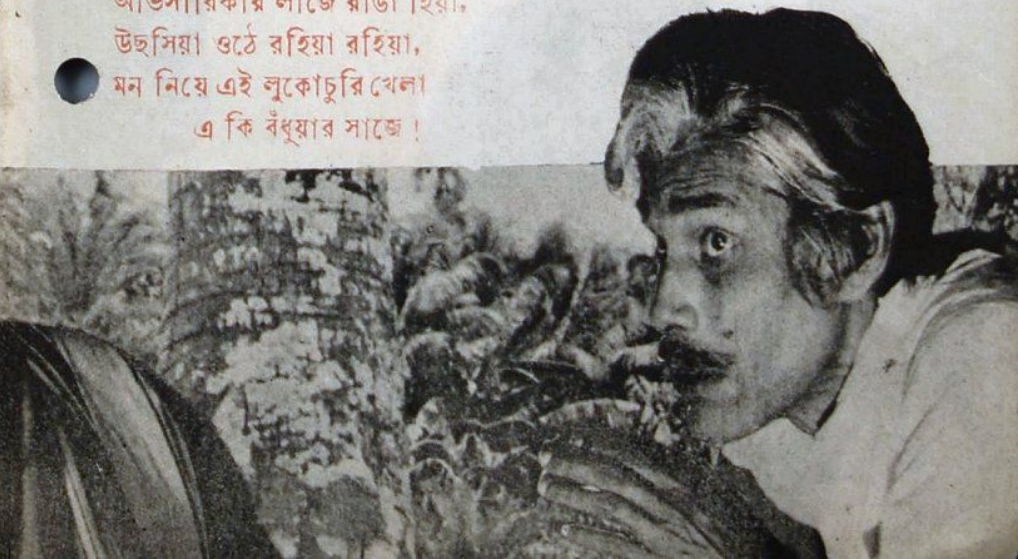

সঙ্গীত

ওরা কলঙ্কিনী বলুক আমায়,
বলাতে আর কী আসে যায়,
আমার বাঁশি কি গো মুছল তোমার
কলঙ্কের রাশি।

[৩]

কথা—সত্যেন গাঙ্গুলী
শিল্পী—আরতি মুখার্জি

কে তুমি—আমি জানি গো,
তুমি মোর স্বপ্ন জানি।
তুমি নবনব রঙে দুচোখে ছড়াও
মায়ার কাজল আনি।
তুমি ঘুমন্ত অন্তরে আসিয়া,
অচিমপুরের বাঁশি বাজায়ে তুমি
ক্ষণিকের দোলা যাও রাখিয়া।
জাগরণে সে-সুর আমার
প্রাণে করে কানাকানি।

তাই স্বপ্ন দেখাতো আমি ছাড়বন
হার মানব না,
হোক তা মায়া তবু মনের পটে
এঁকে যাব মায়াময় আলপনা।
তুমি অসীমের গীতসুধা ছড়ায়ে,
না-পাওয়ার বেদনারে এমনি ক
সকল পাওয়ায় দিয়ো ভরায়ে।
ঘুমঘোরে তোমার আমার
নিতি হোক জানাজানি।

[৪]

কথা—সত্যেন গাঙ্গুলী
শিল্পী—আরতি মুখার্জী

ভ্রমরের গান শুনে ফুল ফোটে,
নাকি ফুটলেই ভ্রমর আসে,
আমি জানি না···তুমি বল
তটিনী চলে নাকি সাগর টানে,
কে যে রয় কাহার আশে,
আমি জানি না···তুমি বল

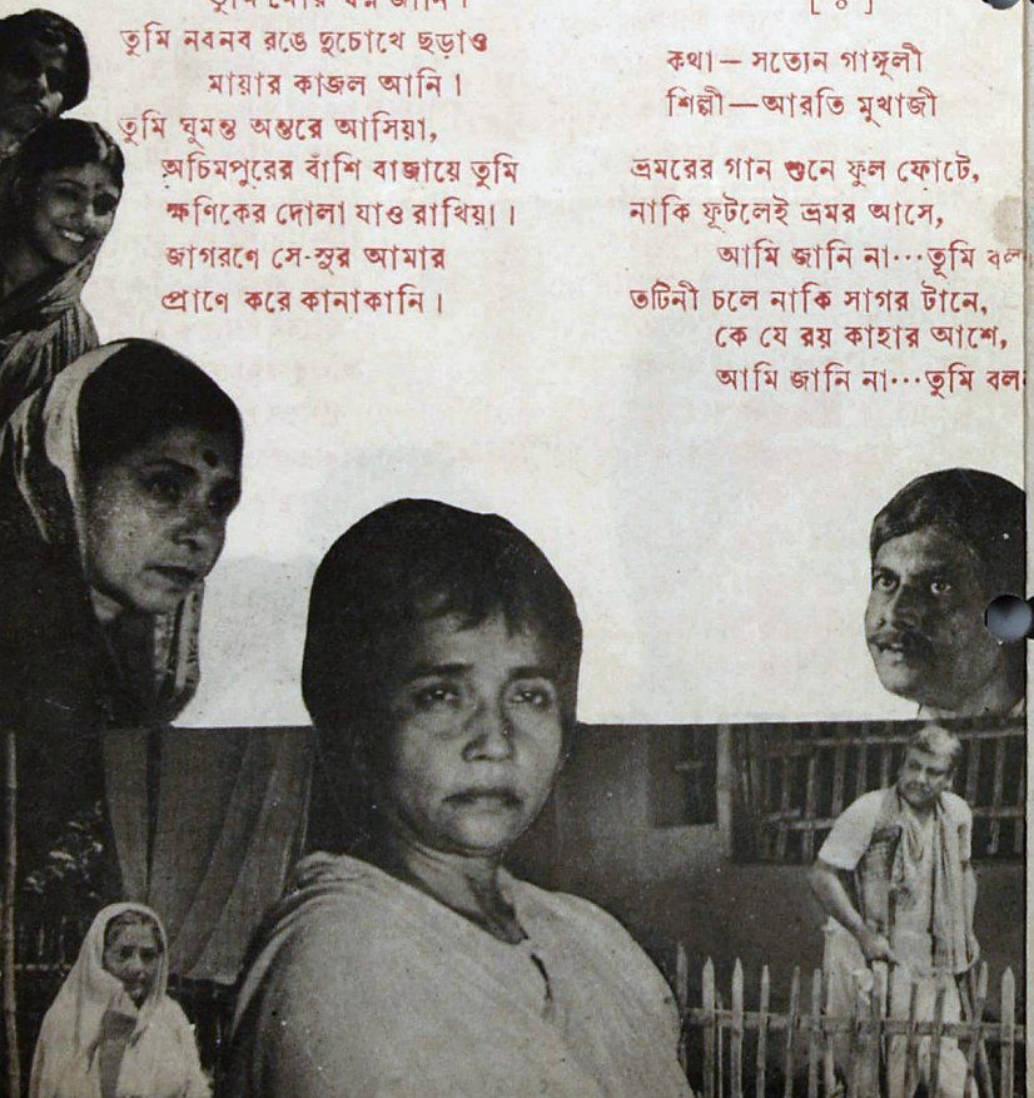

বাঁশরি বাজে নাকি সুরই বাজায়,
ঝরণা ঝরে নাকি পাহাড় ঝরায়,
রাত্রি হাসায় ঐ চাঁদেরে নাকি
চাঁদ তার খেয়ালে হাসে,
আমি জানি না···তুমি বলনা।
রাঙা ইন্দ্রধনু নিজে গগনে সাজে,
নাকি গগনই সাজায়ে রেখে বুকের মাঝে,
আমি জানি না তা যে।
বলাকা খেলে নাকি বাতাস খেলায়,
মন দোলে নাকি ভাবনা দোলায়,
তুমি আর আমি বাঁধা দুটিতে, তবু
কে সাঁধা যে কাহার পাশে,
আমি জানি না···তুমি বলনা।

অভিনয়ে

সুমিত্রা মুখার্জী • মিঠুন চক্রবর্তী

শোভা সেন, পদ্মা দেবী, সত্য ব্যানার্জী, হরিধন মুখার্জী, সুব্রত সেন, অজয় ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, ভারতী দেবী, সত্যেন গাঙ্গুলী, আত্রেয়ী রায়, সমর কুমার, বর্ণালী মিত্র, উমা দত্ত, প্রবীর রায়, বীরেশ্বর ব্যানার্জী, অসিত ব্যানার্জী, অনিল ত্রিবেদী, সুবল চ্যাটার্জী, অনিল মুখার্জী, চন্দন রায়, অমর দত্ত, পূর্ণ মুখার্জী, পাপিয়া দত্ত, শম্ভু দত্ত, রবীন ব্যানার্জী, ভূপেশ দাশ, সুকুমার ঘোষ প্রভৃতি।

শিল্পী সংসদের
দ্বিতীয় নিবেদন

দুই পৃথিবী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা · **পীযূষ বসু**
উত্তম · সুপ্রিয়া · তনুশ্রী · রঞ্জিত · ভিক্টর · কল্যাণী
গীতা · সুশীল মজুমদার
ও শিল্পী সংসদের হাজার শিল্পী

সুখেন দাস
পরিচালিত
এস·ডি·ফিল্মসের

রাজনন্দিনী

সঙ্গীত · অজয় দাস
উত্তম · সুমিত্রা · সাবিত্রী · বিকাশ · শুভেন্দু
অনিল · ছায়া দেবী ও সুখেন দাস

এঞ্জেলো ফিল্মস পরিবেশিত

আগামী দিনে শুভমুক্তির পথে

সুখেন দাস
পরিচালিত
রত্না ফিল্ম কর্পোরেশনের
রঙিন ছবি

প্রতিশোধ

সঙ্গীত-অজয় দাস
উত্তম · সৌমিত্র · সাবিত্রী · শকুন্তলা
মহুয়া · শুভেন্দু · তরুণ · রবি · ভানু ও সুখেন দাস